মহাকবি
শেকসপিয়র

নন্দলাল ভট্টাচার্য

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

কথামুখ

শুধু ইংরেজি সাহিত্য নয়, বিশ্বসাহিত্যেরই এক অবিস্মরণীয় নাম — উইলিয়াম শেকসপিয়র। নাটক ও কবিতার মধ্য দিয়ে মানবচরিত্রের দুর্জ্ঞেয় দিকগুলিকে যে দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন তিনি, তা সর্বার্থেই বিস্ময়কর। তাঁর নাটকের চরিত্রগুলি অথবা তাঁর নাটকের বক্তব্য তাঁর সময়কালের সীমা ছাড়িয়ে চিরকালের হয়ে উঠেছে। আর ওই কালজয়ী রচনার জন্যই প্রাচীন মহাকাব্য রচয়িতা বাল্মীকি, ব্যাস বা হোমারের মতোই শেকসপিয়রও সাহিত্য জগতের এক শ্রদ্ধেয় অবিস্মরণীয় নাম।

আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে (সঠিকভাবে ৪৩৮ বছর) তাঁর জন্ম। কিন্তু পাশ্চাত্যের এই মহাকবির জীবনের উপাদানগুলির বেশিরভাগই নানা কারণেই আজও অজ্ঞাত। তাই শেকসপিয়রের সম্পূর্ণ জীবনেতিহাস রচনা এক কঠিন কর্ম। ইউরোপের গবেষককুল প্রায় নিরলস গবেষণা চালিয়েও এখনও তাঁর কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করতে পারেন নি। কিছু তথ্য, কিছু জনশ্রুতি, কিছু অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে তাঁর জীবনকাহিনি। কেউ কেউ তাঁর নাটক বা কবিতাগুলিকেই উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বাংলাতেও শেকসপিয়রের নাটক নিয়ে নানা আলোচনা হলেও, তেমন জীবনী প্রায় নেই বললেই চলে। বিশেষ করে কিশোরদের জন্য। সে-কথা মনে রেখেই বিভিন্ন কোষ গ্রন্থকে অবলম্বন করেই এই বই। ফলে সব বয়সের পাঠক-পাঠিকাই শেকসপিয়রের জীবনের একটি ছায়াছবির সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন বলে বিশ্বাস।

দেশবিদেশের সাহিত্যিক, চিন্তানায়ক, রাজনীতিক ও মনীষীদের

সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় ঘটানোর জন্য শ্রীশঙ্করীভূষণ নায়ক যে উদ্যোগ নিয়েছেন তারই অঙ্গ হিসেবে এটি লেখা। স্বভাবতই তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ অধ্যাপক জগত লাহা এবং যাঁদের গ্রন্থ থেকে এই বই লেখার উপকরণ সংগ্রহ করেছি তাঁদের কাছেও। সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞ এই বইয়ের পাঠক-পাঠিকাদের কাছেও। তাঁদের যদি এই বই ভালো লাগে তাহলে সার্থক হবে এই প্রয়াস।

বইমেলা ২০০৪

অলমিতি —
নন্দলাল ভট্টাচার্য

সূচিপত্র

আবির্ভাবের : প্রেক্ষাপট	১১
শেকসপিয়র : জন্ম ও বাবা-মায়ের কথা	২০
পড়াশোনা	৩০
কৈশোর ও যৌবনের চাপল্য, বিবাহ	৩৬
ইংল্যান্ডে নাট্যচর্চা ও শেকসপিয়র	৪৯
রঙ্গমঞ্চে শেকসপিয়র	৫৮
অভিনেতা শেকসপিয়রের নাট্য-সাহিত্য চর্চা	৬৭
শেকসপিয়রের সামাজিক স্বীকৃতি ও সম্মানলাভ	৭৯
শেকসপিয়রের গ্রন্থপ্রকাশ, অবসর গ্রহণ	৮৮
শেকসপিয়রের রচনায় তাঁর জীবন-কথা	৯৪
শেকসপিয়রের বিষয়-আশয় ও জীবনাবসান	১০৬
পরিশিষ্ট : বাঙালির জীবনে শেকসপিয়র	১১৩
উইলিয়াম শেকসপিয়রের জীবনপঞ্জি	১১৮

আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট

১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দ। বিশ্বের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় বছর। ওই বছরের এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন মহাকবি শেকসপিয়র। শুধু ইংরেজি নয় বিশ্বসাহিত্যও সেদিন বাঁক নেয় নতুন এক দিকে তাঁরই হাত ধরে। স্বাভাবিকভাবেই এখানে শেকসপিয়রের সময় ইংল্যান্ড বা অন্যত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল তা জানা প্রয়োজন; কেননা, সেই পটভূমিটি জানা না থাকলে শেকসপিয়রের মূল্যায়ন যেমন ঠিক হবে না, তেমনই তাঁর সাহিত্যের স্বরূপটাও বোঝা যাবে না তেমন করে।

শেকসপিয়রের জন্মের ঠিক আগের বছর অর্থাৎ ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও। আরেক জ্যোতির্বিদ কোপারনিকাসের মতকে সমর্থন করে তিনিও বলেন, সূর্য নয় পৃথিবীই ঘুরছে সূর্যের চারিদিকে। সেদিন প্রচলিত বিশ্বাস এবং ধারণাটা ছিল কিন্তু ঠিক বিপরীত। সেই বিপরীত ধারণাটির সমর্থক

আবার ছিল গির্জা। সে কারণেই গ্যালিলিও হলেন গির্জার ক্রোধের শিকার। শুরু হল তাঁর বিচার। সেই সামাজিক ব্যবস্থায় কিছুটা প্রাণ বাঁচাবার তাগিদেই গ্যালিলিও তাঁর নিজের সত্যকে অস্বীকার করে বলতে বাধ্য হন, তাঁর ধারণা ভুল। সূর্যই ঘুরছে। তাতেও কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। সামাজিক দিক থেকে ওপরতলার মানুষ হওয়া সত্ত্বেও একটি চিরায়ত সত্যকে প্রকাশ করার দায়ে সেকালে তাঁকে বাকি জীবনটা নির্জন বন্দি আবাসে কাটাতে হয়। গ্যালিলিওর এই অবস্থা থেকে অনুমান করা যায়, কেমন এক অন্ধ বিশ্বাসের অসম্ভব চাপের মধ্যে থেকে শেকসপিয়রকে তাঁর সাহিত্য-সাধনা চালিয়ে যেতে হয়েছিল।

তৎকালীন ইউরোপের রাজনৈতিক এবং সামাজিক রূপটাকে আরও ভালো করে দেখার আগে সেকালীন ভারতের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। শেকসপিয়রের জন্মের মাত্র ৯ বছর আগে অর্থাৎ ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে বসেছেন মুঘল সম্রাট আকবর। আর এই বাংলাদেশে তার বছর সত্তর আগেই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটেছে। আকবর সে-সময় ছিন্নভিন্ন ভারতকে একই শাসকের শাসনে আনার এবং ভারত জুড়ে একটি উদার ধর্মমত—দিন-হি-ইলাহি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশে ততদিনে অসম্প্রদায়িক এক উদার গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় ধারার প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন শ্রীচৈতন্য। বঙ্গদেশ নয়, ওড়িশার পুরীতে নীলাচলধামে তখন তাঁর অবস্থান কিন্তু অনেকটা 'রিমোট কন্ট্রোলে'র মতোই তিনি ওখান থেকেই বঙ্গদেশের মানুষের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছেন। বৃন্দাবনে তাঁর প্রভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনচর্চার নতুন এক কেন্দ্রও গড়ে ওঠে; সেইসঙ্গে বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও মঙ্গলকাব্য-র পাঁচালির বদলে

প্রাণবন্ত হয় একটি নতুন ধারা — যে ধারা পুরাতন হলেও নতুনই। ভাগবত এবং শ্রীকৃষ্ণ-কথিত গীতা ও বৈষ্ণব দর্শন চর্চার একটি জোরালো আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ওইসঙ্গে তৈরি হয় বৈষ্ণবীয় পদাবলি ও জীবনী সাহিত্য রচনার বিপুল উৎসাহ। এই পর্বে বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ইত্যাদির মতো শ্রেষ্ঠ পদকর্তাদের দেখা মিলল। মঙ্গলকাব্যের নবধারার আবির্ভাবের পদধ্বনিও তখন শোনা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে বঙ্গদেশের সাহিত্যও তখন নতুন এক যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত।

এখানে আরও একটি কথা বলতে হয়। বঙ্গদেশ কেন ভারতবর্ষ জুড়েই তখনও পর্যন্ত চল ছিল হাতে লেখা পুথিরই। মুদ্রণযন্ত্রের আবির্ভাব তখন সুদূর স্বপ্ন। ফলে এইসব পুথিই তখন ছিল সাহিত্যকে ধরে রাখার মাধ্যম। ফলে সেসব সাহিত্যের প্রায় অনেকটাই ছিল দেশীয় সীমায় সীমাবদ্ধ।

অন্যদিকে ইউরোপে শেকসপিয়রের জন্মের শতাধিক বছর আগেই মুদ্রণযন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে। ছাপার জন্য ধাতুর বিচল হরফ তৈরিও শুরু হয়েছে। ইংল্যান্ডে এই মুদ্রণযন্ত্র এবং বিচল হরফ নিয়ে আসেন উইলিয়াম কাক্সটন (১৪২২-৯১ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি মুদ্রণ বিদ্যা শেখেন ব্রাজেস- এ এবং ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপনা হয় ওয়েস্ট মিনিস্টার-এ। তিনি রাজ আদেশ ও সহযোগিতায় ছাপতে থাকেন গির্জার উপদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি সম্পর্কিত বই। সত্যিকথা বলতে কী, এইভাবে মুদ্রণযন্ত্রের সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শুধু ইংরেজি সাহিত্য নয়, বিশ্বসাহিত্যেও সেদিন নতুন এক যুগান্তর সৃষ্টি হয়; এবং কাক্সটন সে-সময় মুদ্রণযন্ত্র ইংল্যান্ডে এনেছিলেন বলেই শেকসপিয়রের মতো মহাকবির রচনা আমরা আজ সহজেই পাই। যদিও শেকসপিয়রের নাটকের অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি এদিক ওদিক হয়ে

যাওয়ায় তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থগুলির মধ্যেও কিছুটা অসঙ্গতি থেকে গেল হয়তো। সে অবশ্য আরেক প্রসঙ্গ।

শেকসপিয়রের জন্মের আগেই ইউরোপ থেকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ ঘটে। তবে সেই ব্যবস্থার ক্ষীয়মান রূপটি তখনও সক্রিয় ইংল্যান্ড এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতেও। সারা ইউরোপ জুড়েই সাংস্কৃতিক কাঠামো তখন ভ্রষ্টভগ্ন। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান শেষে নতুন এক বুর্জোয়া সমাজের অভ্যুত্থান ঘটছে তখন। তবুও সমস্ত কিছুর ওপর ধর্মের অধিকার যেন সাঁড়াশির মতো চেপে বসেছে। সবকিছু সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দেবার অধিকার শুধু যেন গির্জারই। গির্জাই ঠিক করে দেবে কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা বেঠিক। আর সে সম্পর্কে ভিন্নমত ব্যক্ত করলেই তারা হবে ধর্মদ্রোহী। সমাজদ্রোহী।

এখানেই বলতে হয়, এর আগে ইংল্যান্ড তথা সারা ইউরোপ জুড়ে কায়েম ছিল যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা; তার উদ্ভব অষ্টম শতকের সেই অন্ধকার যুগে। ইংল্যান্ডে এই ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল হেস্টিংস-যুদ্ধের পর। এই ব্যবস্থায় দেশের সমস্ত জমির মালিক রাজা। কিন্তু তিনি সেই সমস্ত জমি তাঁর ১৭০ জন অনুগামীর মধ্যে ভাগ করে দেন। শর্ত থাকে যুদ্ধের সময় প্রত্যেককে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক সেনা দিয়ে সাহায্য করতে হবে। এই বড়ো জমিদাররা আবার একই শর্তে অন্য ছোটো ভূস্বামীদের জমি বণ্টন করত। শেষস্তরে জমি চাষ করত যে কৃষকবাহিনী — প্রয়োজনে তারাই আবার যুদ্ধও করত। সে-সময় গির্জাও একই ব্যবস্থার আওতায় ছিল। বিশপ এবং 'অন্যান্য বড়ো যাজকরাও তাঁদের জমির জন্য প্রয়োজনের সময় সেনা দিয়ে সাহায্য করতে বাধ্য থাকতেন। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে এই ব্যবস্থা তার বিকাশের চরম সীমায় পৌঁছোয়। কিন্তু মধ্যযুগের আগেই এর

বিলুপ্তি ঘটে। রাজার কর্তৃত্ব ক্রমশ দৃঢ় হওয়ার পর থেকেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে থাকে। ইংল্যান্ডে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের আইনে কার্যত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটে। অর্থাৎ শেকসপিয়রের জন্মের আগে থেকেই যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমলুপ্তি ঘটছিল তার ওপর চূড়ান্ত আঘাতটা পড়ল সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি।

সামন্ততন্ত্রের বিলোপ ঘটে রাজা ও সামন্তদের ক্ষমতার শ্রেণিদ্বন্দ্বের পরিণামে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে বারুদ বা বন্দুকের শক্তির সাহায্যে রাজতন্ত্র ক্রমে জোরালো হয়ে উঠতে থাকে। রাজা হয়ে ওঠেন সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্র। রাজার ক্ষমতাকে দৃঢ় হতে সাহায্য করতে থাকে গির্জা। কার্যত রাজার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় গির্জাই হয়ে ওঠে সবকিছুর নিয়ামক। সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কেই তখন চূড়ান্ত রায় দেবার ক্ষমতা তখন গির্জার।

আসলে গির্জা এবং রাজতন্ত্র তখন মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠে পরিণত হল। রাজাকে মনে করা হত পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রেরিত প্রতিভূ। এটা আরও সহজ হয় রাজা তাঁর ক্ষমতাবলে গির্জারও প্রধান হয়ে ওঠায়। আর গির্জার ক্ষমতা বাড়তে থাকার ফলেই গ্যালিলিওর মতো বিজ্ঞানীকেও জীবন কাটাতে হয় বন্দিদশায়। সেদিক থেকে শেকসপিয়র অবশ্যই কিছুটা সৌভাগ্যের অধিকারী। তাঁর নাটক এবং সাহিত্যে সমাজের নানা ছবি উঠে এলেও তা কখনোই রাজতন্ত্রের উষ্মার কারণ হয়ে ওঠেনি।

ওই সময়কার নাটকের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ইংল্যান্ডে শেকসপিয়রের আগে নাটক অভিনীত হত বাজার এলাকায়। শেকসপিয়রের সময় এগুলি উঠে আসে সরাইখানার অঙ্গনে। তবে শেকসপিয়রের ঠিক আগেই ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্কুল-